দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত হলে রাজনীতি দারিদ্র্য বিমোচনমুখী হবার সুযোগ পাবে

—প্রফেসর ইউনুস

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ ইউনুস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছেন, আমাদের দেশের রাজনীতি বাস্তবতার আঙ্গিকে এখনো গড়ে উঠতে পারছে না বলে রাজনীতি প্রাসঙ্গিক হতে পারছে না। আমাদের রাজনীতি বারবার মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য এবং একই

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

প্রফেসর ইউনুস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হবার আগেই সকল নাগরিকের জন্য প্রাণোজ্জ্বল জীবন নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত ভিত রচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। নব্বইয়ের দশকে যে রাজনীতি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে এসে পৌছার কথা ছিল তার এখনো জন্মই হলো না।

গতকাল সকালে টিএসসি মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভিসি খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ইউনুসকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস বলেন, গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস এক সঙ্গে চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মারণাস্ত্র সহ-অবস্থান করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তির জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত বুদ্ধির অবাধ চর্চার জায়গা। অস্ত্রের জোরে, লাঠির জোরে চর দখলের জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যতদিন অস্ত্র চলাফেরা করবে ততদিন মুক্ত বুদ্ধি ও এর অঙ্গন থেকে দূরে থাকবে, দেশেও গণতন্ত্র নিশ্চিত হতে পারবে না।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার আহবান জানিয়ে বলেন, যদি নিজেদের মঙ্গল চান, দেশের মানুষের মঙ্গল চান, বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরতরে অস্ত্রমুক্ত করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করুন। দেশের এবং মানুষের এগুবার পথ বিঘ্নমুক্ত করুন। মানুষের মনে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আনার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত হলে, সন্ত্রাসমুক্ত হলে দেশের রাজনীতি দারিদ্র্য বিমোচনমুখী হবার সুযোগ পাবে।

প্রফেসর ইউনুস বলেন, এদেশের তরুণদের মধ্যে যে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে, সে কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই বিশ্বাস প্রতিদিন নতুনভাবে এবং দৃঢ়ভাবে নবায়িত হয়। তরুণরা যেটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, বুঝতে পারে সেটা অর্জনের জন্য যে কোন পরিশ্রম স্বীকার করেত তারা দ্বিধা করে না।